সংবাদ

তারিখ 4 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১২ কলাম

চট্টগ্রামের স্কুলগুলোতে ভর্তিযুদ্ধ শুরু হচ্ছে আগামী সপ্তাহে

বিশেষ প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রামের সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে একযোগে ভর্তিযুদ্ধ শুরু হচ্ছে আগামী সপ্তাহে। বিদ্যালয়ে ভর্তি করাকে কেন্দ্র করে অভিভাবকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। অধিকাংশ অভিভাবক ছেলেমেয়েদের নগরীর খ্যাতনামা বিদ্যালয়ে ভর্তি করার জন্য কোচিং এবং প্রাইভেট শিক্ষক দিয়ে ভর্তিযুদ্ধে উত্তীর্ণ হওয়ার যাবতীয় প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

ভর্তি পরীক্ষাকে সামনে রেখে নগরীর ১২টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২১শে ডিসেম্বর থেকে ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে। ফরম জমা দেয়ার শেষ তারিখ ৮ই জানুয়ারি। বহু অভিভাবক ইতোমধ্যে ৩/৪টি সরকারি-বেসরকারি স্কুল থেকে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করেছেন। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল ও নাসিরাবাদ (বালক) উচ্চ বিদ্যালয়সহ একাধিক বিদ্যালয় ঘুরে দেখা গেছে, এবার প্রতিটি আসনের জন্য কমপক্ষে ৮ থেকে ১০ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবে। নগরীর অনেক সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ে বেতন, ফি কম ও যোগাযোগের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও লেখাপড়ার মান ভাল না হওয়ায় ভর্তি ফরম তেমন বিক্রি হয়নি।

চট্টগ্রাম মহানগরীতে মাধ্যমিক পর্যায়ের সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১শ'

স্কুলগুলোতে ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৬

স্কুলগুলোতে ঃ ভর্তিযুদ্ধ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

২৫টি। এর মধ্যে ১২টি সরকারি, ৩৪টি বিদ্যালয় পরিচালিত হয় চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের অধীনে। বাদবাকি ৮২টি বিদ্যালয় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। প্রত্যেক বছরই সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির চাপ থাকে বেশি। ধারণা করা হচ্ছে, এবারও তার কোন ব্যতিক্রম হবে না।

সাধারণত প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসের শেষ নাগাদ বিদ্যালয়ে ভর্তির কার্যক্রম সমাপ্তি করা হলেও এবছর রমজানের কারণে জানুয়ারি মাসেই ভর্তি পর্ব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২৩শে ডিসেম্বর নগরীর ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে নার্সারিতে ভর্তিচ্ছুক শিশুদের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ স্কুলটিতে মাত্র ১শ'টি সিটের জন্য ১ হাজার ৭শ' শিশু ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়।

নগরীর সরকারি বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে নাসিরাবাদ সরকারি (বালক) উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বাকলিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণীতে ১১ই জানুয়ারি, ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ১২ই জানুয়ারি ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে। ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪র্থ শ্রেণীতে ১১ই জানুয়ারি ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ৭২ই জানুয়ারি ৯ম শ্রেণীতে ১৩ই জানুয়ারি ভর্তি পরীক্ষা হবে। সিটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১ম-৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ১২ই জানুয়ারি ৯ম শ্রেণীতে এবং হাজী মুহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয়ে ৭ম-৯ম শ্রেণীতে ১৬ই জানুয়ারি, ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ১৮ই জানুয়ারি ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিদ্যালয়গুলোতে একই দিন প্রতিটি শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে শিক্ষার্থীরা শুধু একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাবে। এতে অনেকেই ভর্তিযুদ্ধে হেরে গিয়ে ভাল বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে বলে হতাশা প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের স্কুল পরিদর্শক নুরুল আলমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি 'সংবাদ'কে জানান, নগরীর সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির নির্ধারিত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হবে প্রতি শ্রেণী ও শিফটে ৬০ জন (গত বছরের অকৃতকার্যসহ) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরের দিন ফলাফল প্রকাশ করতে হবে। নগরীর প্রত্যেক সরকারি বিদ্যালয়গুলোকে ২৮শে জানুয়ারির মধ্যে ভর্তি সংক্রান্ত সকল কার্যাবলি নিয়মানুযায়ী সমাধান করতে হবে। নাসিরাবাদ সরকারি (বালক) উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ উদ্দিন খানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি 'সংবাদ'-এর এ প্রতিনিধিকে জানান, আসনে চট্টগ্রামে জনসংখ্যার তুলনায় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম। যেসব স্কুল বর্তমানে রয়েছে তাতে আসনসংখ্যা সীমিত। এসব স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার পর ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের জন্য মন্ত্রী, আমলা ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের চাপ ও সুপারিশের পালা শুরু হয়। তিনি এসব চাপ ও সুপারিশ বন্ধের আহ্বান জানান।